Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা সুলতানা

রোলঃ 227021408

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাহিদা সুলতানা

রোলঃ 227021408

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে গীবত, আইডিঃ 227021408 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nahida Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

নাহিদা সুলতানা

আইডিঃ 227021408

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবত....1

হাদিসের ভাষায় গীবত....2

গীবতের প্রকারভেদ....3

মুসলমানের গীবত :....4

অমুসলিম নাগরিকের গীবত:....4

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত :....5

জীবিতদের গীবত :....5

মৃতদের গীবত:....5

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:....8

পাগলের গীবত:....9

দৈহিক কাঠামোর গীবত :....9

পোশাকের গীবত:....12

অভ্যাস - আচরণের গীবত :....14

ইবাদাতের গীবত:....16

গোনাহের গীবত :....18

সরাসরি ও অনুকরণজনিত গীবত:....20

ঈঙ্গিতে গীবত:....20

উপহাসমূলক গীবত :....21

মুখের গীবত:....22

কানের গীবত :....23

অন্তরের গীবত :....24

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত :....25

লেখালেখির মাধ্যমে গীবত : 27
গীবত চর্চায় ফেসবুক 27
গীবতের বৈধ পন্থা 28
গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর 37
গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা 39
গীবতের ক্ষতি 40
গীবত ত্যাগের উপকারিতা 43
গীবত ও অপবাদ 45
চোগলখোরি 46
গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম 48
গীবত চর্চার কারণসমূহ 50
গীবত থেকে পরিত্রাণের উপায় 52
গীবত থেকে বাঁচার কার্যকরী কিছু কৌশল জেনে নিন.. 55
গীবতের কাফফারা 57
গীবত নিশ্চিহ্ন করার উপায় বিনয় 58
গীবত থেকে বাঁচার কার্যকর উপায় 59

গীবত

গীবতের অর্থ

গীবত আরবি শব্দ।এর অর্থ পরনিন্দা, কুৎসা, অন্যের দোষক্রুটি বর্ণনা ইত্যাদি। এ শব্দের অর্থ বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে পেশ করেছেন। তাতে শাব্দিক পার্থক্য লক্ষণীয় হলেও মূল বক্তব্য একই।

গীবতের সংজ্ঞা

কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিদ্যমান এমন কোন দোষ-ক্রুটি বর্ণনা করা যা শুনলে উক্ত ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হবে তাই হচ্ছে গীবত। তা মুখে,কলমে,ইশারায় যেকোনো ভাবেই দোষ বর্ণনা করা হোক না কেন।গীবত করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ।গীবত করা যেমন হারাম,ঠিক তেমন গীবত শুনাও হারাম।মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহিত হয় সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা প্রত্যাদেশ করেছেন।তিনি গীবত সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ক্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।
(সূরা হুজরাত:১২)

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে কুধারণা পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া হতে এবং পরিবার পরিজন এবং অপর লোকদের অন্তরে অযথা ভয় সৃষ্টি করা হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেছেন যে, অনেক সময় এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ পাপের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

হাদিসের ভাষায় গীবত

আবু হুরায়রা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবিদের লক্ষ্য করে বলেছেন,

وَعَنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ؟ قَالُوا : اَللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ رواه مسلم

আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তাই তার পশ্চাতে আলোচনা করা। বলা হল, 'আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার রায় কী? (সেটাও কি গীবত হবে?)' তিনি বললেন, ''তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে। আর তুমি যা (সমালোচনা ক'রে) বললে,তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে।(মুসলিম ৬৭৫৮)

এছাড়াও আমরা দেখতে পাই,আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ "তোমার মুসলমান ভাই এর মুখ হতে যে কালেমা বের হয় তুমি যথা সম্ভব ওটার প্রতি ভাল ধারণাই পোষণ করবে।"

আরেকটি হাদিসে রয়েছে, হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা একবার এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ দুর্গন্ধময় বাতাস বইতে শুরু করে। তখন নবী (সঃ) বললেনঃ "এটা হলো মুনাফিকদের দুর্গন্ধ যারা মুসলমানদের গীবত করে ?" (এ হাদীসটি হযরত আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন)

গীবতের প্রকারভেদ

গীবতকে আমরা ৬ ভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথম ভাগ: প্রথমত গীবত ৩ প্রকার।যথা:

- মুসলমানের গীবত
- অমুসলিম নাগরিকের গীবত
- যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত

দ্বিতীয় ভাগ: এ ভাগে গীবত কে আমরা ২ ভাগে ভাগ করতে পারি।

- জীবিত ব্যক্তির গীবত
- মৃত ব্যক্তির গীবত

তৃতীয় ভাগ: এ ভাগেও গীবত কে আমরা ২ ভাগে ভাগ করেছি।যেমন:

- বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত
- পাগলের গীবত

চতুর্থ ভাগ: এ ভাগের গীবত সমূহ ৬ প্রকার।

- দৈহিক কাঠামোর গীবত
- পোশাক - পরিচ্ছদের গীবত
- বংশের গীবত
- অভ্যাস - আচরণের গীবত
- ইবাদতের গীবত
- গোনাহের গীবত

পঞ্চম ভাগ: এ ভাগে গীবত কে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- সরাসরি ও অনুকরণজনিত গীবত
- ঈঙ্গিতে গীবত
- উপহাসমূলক গীবত

ষষ্ঠ ভাগ: এ ভাগে গীবত সমূহ কে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- মুখের গীবত
- কানের গীবত
- অন্তরের গীবত
- অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গীবত
- লেখালেখির মাধ্যমে গীবত

গীবতের প্রত্যেকটি ভাগের ভাগ সমূহ ধারাবাহিক ভাবে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানের গীবত :

কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম।আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেছেন,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না।"

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পরস্পরের গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ আয়াতে کم সর্বনাম দ্বারা মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই হল, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

অমুসলিম নাগরিকের গীবত:

যেসব অমুসলিম(কাফের) ইসলামি রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানার্থ হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম।

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত :

ফেকাহ শাস্ত্র মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে।হযরত ইমাম রাযি (র) وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا আয়াতের তাফসীরে লেখেন- কাফেরের গীবত জায়েয, এ দ্বারা সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত শত্রু কাফেরকেই উদ্দেশ্য করেছেন। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

জীবিতদের গীবত :

দুনিয়াতে যারা বেঁচে আছে তাদের ই দোষক্রটি মানুষ বেশি সমালোচনা করে।যা গীবতের অন্তরভূক্ত।বর্তমান সময়ে গীবত একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। যা থেকে ছোট- বড় কেউ পরিত্রাণ পাচ্ছে না।গীবত এমন এক বদ অভ্যাস যা পুরো সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গীবত এমন এক নেশার বস্তু যা মুমিনের নেক আমল নষ্ট করে দেয়।গীবত জঘন্যতম অপরাধ।

'হাশরের ময়দানে বান্দাকে যখন উপস্থিত করা হবে এবং তার হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে, সে দেখবে সেখানে তার নামাজ, রোজা কিছুই লেখা নেই। কোনো নেক কাজই আমলনামায় দেখতে পাবে না।সে তখন বলবে, "ইয়া আল্লাহ! এটা তো মনে হয় অন্য কারও আমলনামা! আমার তো ভালো আমল ছিল, এখানে সেগুলোর উল্লেখ নেই।"ফেরেশতারা জবাব দেবে, "তোমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। বরং তোমার আমলগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, তুমি মানুষের গীবত করতে।'
— প্রখ্যাত তাবেয়ী সাইদ ইবনু যুবাইর (রহ.)।

মৃতদের গীবত:

জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম,তদ্রূপ মৃতদের গীবত করাও হারাম।মৃতব্যক্তিকে গালি দেওয়া, তাদের মন্দ বলা,দোষ- ক্রটির বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবকিছু ই

হারাম।যদিও জীবিত অবস্থায় তারা পাপকর্ম করে থাকে।এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন,

اِذَا مَاَتَ اَحَدُكُمْ فَدَعُوْهُ وَلاَ تَقَعُوْا فِيْهِ.

“ **তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না** ”(আবু দাঊদ,কিতাবুল বিররি ওয়াস- সিলাহ)।

لاَ تَسُبُّوْا الْاَمْوَاتَ فَاِنَّهُمْ اَفضُوْا اِلٰى مَا قَدِمُوْا.

“তোমরা মৃতদের গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থানে পৌঁছে গেছে।”(কিতাবুল - তারগিব ওয়াত তারহিব)

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَ كُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ.

“তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের সদগুণাবলী আলোচনা করো এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাক।”(আবু দাঊদ)।

হাদিসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি -বিবেকও বলে যে, মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়।এর জন্য তিনটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

এক. মৃতব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির গীবত করতে অক্ষম। অতএব, আমরা যারা জীবিত আছি তাদের জন্য বৈধ নয় মৃতদের গীবত করা।

হযরত আবু দারদা রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন।লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন,আমি এমন লোকের নিকট বসি, যারা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না; কিন্তু জীবিতদের অবস্থা তো এর বিপরীত। (ইয়াহয়াউ উলুমিদ - দীন, কিতাবুল আমওয়াত)

দুই.মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে। যেমন তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাত-জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত, মৃতদের জন্যে দুয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও

তেমনি তাদের দোষচর্চা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলি রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করল; আপনি প্রায় সময়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বললেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবেই আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না, তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই।

তিন: মৃতদের দোষ চর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা অসন্তুষ্ট হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-
তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলি স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হয়ে থাকলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্যে যথেষ্ট।(ইয়াহয়াউ উলুদিদ - দীন)

রাসূল (স)-এর যামানায় এক ব্যক্তি প্রায়ই 'তাব্যাত ইয়াদা' সূরাটি পাঠ করতেন। এ সূরায় আবু লাহাবের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত ও লানতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু লাহাব কাফির হলেও রাসূলুল্লাহর চাচা হতেন। তাই বার বার এ সূরাটি পড়ার কারণে আল্লাহর রাসূল মনে খুবই দুঃখ পেতেন। একবার তিনি সে ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন: ভাই! তুমি সমগ্র কুরআনের এ একটি সূরাই কি তুমি মুখস্থ করেছ?
যে ব্যক্তি মারা গেছে সে যদি জাহান্নামী হয়ে থাকে তাহলে তো শাস্তির জন্য এটাই যথেষ্ট। তাই দুনিয়াতে বসে আমরা তার দোষ চর্চা করা একেবারেই অনুচিত। এ আলোচনাতে শুধু আমাদের জীবনের মূল্যবান সময় বিনষ্ট এবং আখিরাতে পাপের বোঝাই ভারী হচ্ছে।আর সে ব্যক্তি যদি জান্নাতী হয়ে থাকে তাহলে জান্নাতবাসীদের দোষ আলোচনা করা নিজেদের পরকালের জন্য আরও ক্ষতিকর।

কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা ভয়াবহ এক চিত্র দেখতে পাই। কেউ মারা গেলে তার খুঁটিনাটি সমস্ত দোষ-ত্রুটি চর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া থেকে

শুরু করে, তার পরিবারকে হেয়-প্রতিপন্ন করতে পর্যন্ত এতটুকুও সংকোচ বোধ করি না। অনেকেই এমন আছে, কেউ মারা গেলে সুযোগ খুঁজে বের করে কীভাবে তার প্রাপ্য অস্বীকার করে বাঁচা যায়, কীভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে মৃতব্যক্তির পরিবার থেকে কিছু অর্থ-কড়ি হাতিয়ে নেওয়া যায়।

আমাদের এসব বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে এবং সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত:

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

যে অল্প বয়স্ক ছেলে মোটামুটি বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যে নিজের প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়, যেমন- স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হাবা গোছের অল্প বয়স্ক ছেলে, তার গীবত দুরস্ত নয়। আর এরূপ ছেলে বা পাগলের উত্তরাধিকারী থাকলেও গীবত হারাম। কেননা, যদিও এ ছেলে এবং পাগল নির্বোধ, কিন্তু এদের গীবত করলে, দোষ বর্ণনা করলে তার উত্তরাধিকারীদের মানসিক কষ্ট হবে। হ্যাঁ, নির্বোধ ছেলের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তা হলে তার সামনে অথবা পিছনে উভয় অবস্থায়ই জায়েয।

পাগলের গীবত:

যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে রসনাকে যথাসাধ্য বিরত রাখাই উত্তম।

দৈহিক কাঠামোর গীবত :

মহান আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফিকদাতা, তাঁর তাওফিক ব্যতীত মানুষ একান্তভাবেই অসহায়। মানুষের বিভিন্ন শারীরিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে আড়ালে, অগোচরে রসালো আলাপ করা এবং চোখ টিপে হাসাহাসি করাটা আজ যেন আমাদের সমাজে মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়। যখনই কোথাও এ ধরণের গর্হিত আলোচনা হয়, তখন নিজেদের সকল কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব ভুলে মজলিস সরগম করে আমরা বসে থাকি। কে কাকে টেক্কা দিয়ে এক্ষেত্রে কত রসালো আলোচনা করতে পারে-সে প্রতিযোগিতায় আমরা অবতীর্ণ হই। আমাদের একবারও তখন একথা মনে হয়না যে মহান আল্লাহর দরবারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব একদিন আমাদেরকে দিতে হবে। দু'কাঁধে সদা জাগ্রত ফেরেশতা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কথা ও কাজ নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করে হিসেব রাখছেন। আমরা অনেকেই এ ধরনের আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে থাকি। অমুকের গায়ের রংটা কুচকুচে কাল; ঠিক যেন কাকের মতো কালো রং, গলার স্বরটা হাঁসের মতো মত, দাঁতগুলো যেন বট গাছের শিকড়, নাকটা বোচা, হাঁটলে ভুঁড়িখানা আগে আগে চলে, চোখ দুটি যেন গর্তে ঢুকেছে, মাথার চুল পাতলা,হাসলে সবকটা দাঁত বেরিয়ে আসে, দেখতে কত অদ্ভুতইনা মনে হয় ইত্যাদি।এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-“আল্লাহ তায়া’লা মুমিন ব্যক্তির যে কোন প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা   করেছেন,যেরূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।”(জালালুদ্দিন সুয়ুতির দুররুল মানসুর)

মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহিমাহুল্লাহ বলেন–

এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেলেন যে,সে খুবই কালো।অতঃপর তিনি বলেন আমি তার গীবত করে ফেলেছি।তাই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (শারহু আইনিল ইলম)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সাফিয়্যার বেঁটে হওয়াটা অপছন্দ করেন না? তিনি বলেনঃ হে আয়েশা। তুমি এমন একটি কথা বললে যা নদীর পানির সাথে মিশিয়ে দিলে তার উপরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে (আবু দাউদ, বাবুল গীবাত)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) বেঁটে ছিলেন। তাঁর অপরাপর স্ত্রী এজন্য হাসিঠাট্টা শুরু করে দেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
হে মুমিনগণ, কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।(সূরা হুজরাতঃ১১)

এক সফরে আবু বকর ও উমর রাদিআল্লাহু আনহুমা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তাঁরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গোশত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠালেন, তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইদের গোশত তৃপ্তি সহকারে আহার করনি? তাঁরা বললেন হে আল্লাহর রাসুল, আজ আমাদের ভাগ্যে কারো গোশত জুটে নি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ; আর কারো গীবত করা তার দেহের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি-লোকটি দুর্বল,

আমাদের খেদমত করতে পারে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাও কখনো বলো না; কারো ক্ষুদ্র ত্রুটিও বর্ণনা করো না।(সহিহ তিরমিজি)

মুআবিয়া ইবনে কারইয়া বলেন, যদি তোমার সামনে দিয়ে কোন হাতকাটা লোক অতিক্রম করে এবং তুমি বলো, তার হাত কাটা, তবে এটাও গীবত হয়ে যাবে (সুয়ূতীর দুররুল মানছুর, আব্দ ইবনে হুমাইদের বর্ণনা)।

একদা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এক ব্যক্তির বাড়িতে দাওয়াত খেতে যান। খাবার গ্রহণের জন্য বসে গেলে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বললো, সে এখনও এসে পৌঁছেনি। এক ব্যক্তি বললো, সে স্থূলদেহী, তাই আসতে বিলম্ব করছে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) এই গীবত শুনে উঠে চলে গেলেন এবং নিজ দেহকে লক্ষ্য করে বলেন, তোর কারণেই আমাকে গীবত শুনতে হলো। কারণ তোর ক্ষুৎপিপাসা না থাকলে আমার দাওয়াত খেতে যাওয়ার ও গীবত শোনার দুর্ভাগ্য হতো না। অতঃপর তিনি একাধারে তিন দিন পানাহার করেননি।(তাম্বিহুল গাফেলীন)

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

হযরত নূহ (আ) একবার একটি কালো কুৎসিত কুকুর দেখে ঘৃণায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।সাথে সাথেই আল্লাহর নির্দেশে কুকুরটি জবান খুলে বলল– **হে নূহ! আমার কুৎসিত আকৃতি দেখে তুমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো।কিন্তু তুমি কি জানো,আল্লাহই আমাকে এ আকৃতি দান করেছেন। যদি আমার সৃষ্টির পিছনে আমার ইচ্ছার সামান্যতম দখল থাকত তাহলে আমি কিছুতেই এ আকৃতি মেনে নিতাম না।আর কুকুর হওয়াটাও পছন্দ করতাম না।**

কুকুরের মুখে এ ধরণের কথা শুনে নূহ (আ) - এর অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হলো।তিনি অনুশোচনায় অস্থির হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে লাগলেন।যখনই

তার এ ঘটনা মনে পড়ত,তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন।যা সহজে থামতো না।(নুযহাতুল মাজালিশ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, দৈহিক ত্রুটিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কিছু না কিছু দৈহিক ত্রুটি রয়েছে।

অতএব, উপরোল্লিখিত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হল যে, কারো শারীরিক দোষ-ত্রুটির আলোচনাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত এবং জঘন্যতম অপরাধ।

পোশাকের গীবত:

আমাদের সমাজে পোশাক পরিচ্ছেদের বিভিন্ন খুঁত খুঁজে রসিয়ে রসিয়ে আলোচনা করার প্রবণতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষত মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাধি অনেক বেশি।

অনেককেই এ ধরনের আলোচনা করতে শোনা যায়, অমুক ব্যক্তি কৃপণ তাই কৃপণের পোশাক পরিধান করে। অমুক ব্যক্তি দুনিয়াদারদের মত পোশাক পরিধান করে, পায়জামা গোড়ালির নিচে পরিধান করে, পাঞ্জাবী একটা গায়ে দিয়েছে যেন ছালার চট। পোশাকের বাহার দেখে মনে হবে রাজপুত্র অথচ খোঁজ নিয়ে দেখলে দেখা যাবে ঘরে বসার মত স্থান নেই ইত্যাদি। অথবা অমুক মহিলা কাটা ব্লাউজ পরিধান করে, বাজারের মেয়েদের মত শাড়ি পরে, অলংকারগুলোর বাহার দেখে মনে হয় খাঁটি সোনা নয় ইত্যাদি। সাধারণত এসব ধরনের আলোচনা যেহেতু মানুষের মনে ব্যাথা দেয় তাই এটাও গীবতের পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়।

একদা আয়েশা (রা) বলেন, অমুক স্ত্রীলোকের আঁচল খুব লম্বা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বলেন: হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা কর্তব্য। আয়েশা (রা) বলেন, আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়ে আসে।(তারগীব ওয়াত তারহীব)।

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত :

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لَيْسَ لِاَحَدٍ فَضْلٌ عَلٰى اَحَدٍ اِلاَّ بِالدِّيْنِ اَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ.

" দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই"।

অতএব, বংশ মর্যাদা নিয়ে বড়াই করা ও মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা কিছুতেই সঙ্গত নয়।

আজকাল মুসলিমদের মধ্যে এসব হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যাধি এসেছে ভিন্ন জাতি থেকে। আমরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।এর অন্যতম কারণ হচ্ছে আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চির সুন্দর শিক্ষা ও আদর্শকে পরিহার করে চলেছি। মুসলিম জাহানের অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব সাধক পুরুষ ও আলেমকুল শিরোমণিই ছিলেন ক্রীতদাস কিংবা ক্রীতদাসের পুত্র। অনেকেরই উর্ধ্বতন পুরুষ ছিলেন অগ্নি উপাসক। কিন্তু সমগ্র মুসলিম জাতি আজ তাঁদের বিরল প্রতিভার কাছে শ্রদ্ধাবনত। কারো বাপ, দাদা কিংবা তিনি নিজেই হয়তো ছিলেন কাপড় বিক্রেতা, তাঁতী, কামার, রং ব্যবসায়ী, ধোপা, কুলি-মুজুর, তালা-চাবি মেরামতকারী ইত্যাদি। কিন্তু এতে তাঁদের সংকোচ ছিলনা। বরং অনেকেই মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নিজেদের নামের সাথে এসব ব্যবসায়িক পদবীও ব্যবহার করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীনদারি, পরহেযগারি ও উত্তম আমলই হচ্ছে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। বংশ মর্যাদা বা অন্য কিছুতে এর স্থান নেই। বংশ মর্যাদা নিয়ে তারাই শুধু গর্ব করে যাদের গর্ব করার মত কিছুই অবশিষ্ট নেই।

অতএব নিজেকে শরীফ (ভালো) বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস - আচরণের গীবত :

সমাজ, পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে অনেক সময় মানুষের মধ্যে রুচি বিরুদ্ধ কিছু বদ-অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায়, যা অন্যান্যদের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়। কিন্তু এ নিয়ে গীবত বা দোষ চর্চায় লিপ্ত হওয়া আরো গর্হিত কাজ। এ ধরনের সমালোচনাও গীবত রূপে গণ্য হবে, অমুক ব্যক্তি খুবই পেটুক, মানুষের সামনে দাঁত খুটে, খেতে বসে মুখে বিশ্রি রকম শব্দ করে, ঘুমালে বিশ্রিভাবে নাক ডাকে, দাঁত বের করে হাসে, স্ত্রীর আঁচল ধরে থাকে ইত্যাদি।

এক সফরে হযরত আবু বকর ও উমার (রা)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সব সময় তাদের খেদমত করতো। গন্তব্যে পৌঁছে তাঁরা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়লো তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে। তাঁরা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন, এই ব্যাটা খুব ঘুমায়। তাঁরা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তাঁর নিকট আবেদন করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও উমার (রা) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন: তোমরা আজ ঐ খাদেমের গোশত খেয়েছ এবং আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তাঁরা উভয়ে এ কথা শুনে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে (দিয়া আল-মুকাদ্দাসীর বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, সে খুব দুর্বল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তার গীবত করেছো এবং তার গোশত খেয়েছ।

একদা কোন এক সাহাবী জনৈক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন, সে এক আজব লোক। কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে। কেউ বাহন দিলে তাতে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়-উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেনঃ তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন, বাস্তবিকপক্ষে কারো ত্রুটি নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট। (আত- তারগীব ওয়াত তারহীব)

এক সময় হযরত আলী (রা) কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তি অনাহুতভাবে তাঁকে গাল মন্দ করে। তখন তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বলেন ভাই! তুমি আমার সম্পর্কে যা কিছু বললে, তা যদি সত্যি হয় তাহলে আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আর যদি তোমার একথা সত্যি না হয়, তাহলে আল্লাহ্ পাক যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।

একদিন এক দরবেশ শয়তানের সাক্ষাত পেয়ে শয়তান কে জিজ্ঞেস করলো, দুনিয়ার কোনো মানুষ কি তোমার কবল থেকে মুক্ত আছে? শয়তান জবাব দিল **তিন** শ্রেণীর মানুষের পিছনে লাগা আমি নিজ থেকেই ছেড়ে দিয়েছি-(১) যে ব্যক্তি সর্বদাই নিজের তারিফে নিমগ্ন থাকে, (২) যে ব্যক্তি কোন তুচ্ছ সৎ কর্মকেও খুব বড় করে প্রকাশ করে, (৩) আর এ ব্যক্তি যে নিজের অন্যায় আচরণের কথা ভুলে সর্বদাই আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

হযরত ঈসা (আ) জেরুজালেমের পথে যাবার সময় এক ব্যক্তি তাঁকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে শুরু করলে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে লোকটির কল্যাণের জন্য দোয়া করেন। তখন এক সহচর জিজ্ঞেস করেন, হুযূর লোকটি আপনাকে অশ্লীল গালি দিল অথচ আপনি তার কল্যাণের দোয়া করলেন। হযরত ঈসা (আ) বললেন-দেখ, যার তহবিলে যা আছে সে তাই অপরকে দান করতে পারে।

সাহাবা কিরামের এক জামাত একবার এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করলেন,বড় অদ্ভুত লোক! খেতে ডাকলে চট করে সবার আগে ভাগেই এসে হাযির। কিন্তু কাজ করতে বললে তখন দেখবে কিরূপ অনীহা-অজুহাত ইত্যাদি। রাসূল (স) তাদের এ আলোচনার কথা জানতে পেরে সকলকে ডেকে বললেন: তোমাদের এসব কথাতে তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করেছ। -(তারগীব ওয়াত তারহীব)

একবার হযরত সালমান ফারসী (রা) এক স্থানে বসে কিছু আহার করে সেখানেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তিনি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্ক নিয়ে অন্য দুজন সাহাবা অসতর্কতাবশতঃ আপত্তিকর আলোচনায় জড়িয়ে পড়লেন। সে মুহূর্তে তাঁদের সতর্ক করে আয়াত নাযিল হল: **"তোমরা পরস্পরের গীবত করো না** -(দুররে মানসুর)

হযরত সুলায়মান (আ) বলেছেন: আল্লাহ্ তায়ালা **ছয়টি** জিনিসকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন। (১) উদ্ধত দৃষ্টি, (২) মিথ্যাবাদী জিহ্বা, (৩) অত্যাচারের হাত, (৪) যে অন্তর ষড়যন্ত্র করে, (৫) যে পা অন্যায় কাজে ছুটে যায়, (৬) যে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত থাকে।

অতএব,উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেলো কারো অভ্যাস-আচরণ নিয়ে মন্তব্য করাও গীবতের শামিল।

ইবাদাতের গীবত:

ইবাদাতের ত্রুটি- বিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: অমুক ব্যক্তি উত্তম রূপে সালাত আদায় করে না,ওজু করে না, রোজা রাখে না ইত্যাদি। মসজিদে গেলে দেখা যায়, কেউ কেউ এমন থাকে তার পাশ দিয়ে কেউ শুধু ফরয নামাজ আদায় করে চলে গেলে, তার যাওয়ার দিকে খুবই নেতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে তাকায়। অনেকেই বলে ফেলে, এই লোকের তো নামাযই হবে না, শুধু ফরজ আদায় করে চলে গেল।

আবার অনেকেই বলে, অমুক লোককে আমি কোনোদিন সুন্নত, নফল পড়তে দেখিনি; কোনোরকম ফরজ আদায় করে চলে যায়। এ ধরনের কথাবার্তা বলাও একধরনের গীবত।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন, এ লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়ত, তবে কতই-না ভালো হত। তখন শেখ সাদীর পিতা একথা শুনে বললেন, কতই-না ভালো হত, যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে, তা হলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

অতএব, আমাদের জন্যে উচিত নয়; কারো ইবাদত নিয়ে সমালোচনা করা। আমার ইবাদত আমার জন্যে, অন্যের ইবাদত তার নিজের জন্যেই; এর প্রতিফল দেওয়ার মালিক কেবলই আল্লাহ তাআলা।

এক ব্যক্তি কারো সমালোচনা করে বলল, আমি আল্লাহর জন্যে অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ-কথা জানতে পেরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বলল- ইয়া রাসুলুল্লাহ, অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো? সে বলল, আমি তার প্রতিবেশী; সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ব্যতীত অন্য কোনো সালাত আদায় করে না, রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য কোনো রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো দান-খয়রাত করে না; তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলল-হে আল্লাহর রাসুল, তাকে জিজ্ঞেস করুন; আমি ফরয আদায় করতে কোনোরূপ ত্রুটি করি কি না? তাকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলল-না, সে ফরয আদায়ে কোনোরূপ ত্রুটি করে না এবং তা যথারীতি পালন করে। কিন্তু সে নফল ইবাদত করে না, তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, খুব সম্ভবত পরিশেষে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে। অতএব তার গীবত করা, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা; তোমার জন্য সমীচীন নয়।” (ইয়াহয়াউ উলুমিদ দীন)

অতএব, কারো ইবাদত কম-বেশি নিয়ে আমরা যেন সমালোচনা না করি, সমালোচনা করতে গিয়ে হয়তো প্রতিফল দিবসে দেখা যাবে, আমি ইবাদত বেশি করেও তার তুলনায় নিতান্তই অল্প।

গোনাহের গীবত :

আজকাল আমাদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তাদের মাঝে খুব বেশি একটি বিষয় লক্ষ করা যায়; কেউ পাপ কাজ করলে, গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকলে,তা আমরা অতি উৎসাহী হয়ে বলে বেড়াই।অথচ আমরা এ কথা ভেবে দেখি না এর মাধ্যমে আমরা গীবতের গুনাহ্ করে ফেলছি।

যেমন এমন বলা, অমুক ব্যাক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে বা তার অন্তর বিদ্ধেষে পূর্ণ, তার মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, অমুক ব্যক্তি মদ পানে অভ্যস্ত বা চোর- ডাকাত, ইত্যাদি।
শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ একবার তার শিক্ষককে বললেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বললেন; হে সাদি, তোমার মতে বিদ্ধেষ গোষন করা হারাম আর গীবত করা কি হালাল? তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ, তার বিদ্ধেষের কথা উল্লেখ করে। নবি-রাসুল ব্যতীত আর কোনো মানুষই নিষ্পাপ নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু-না-কিছু দোষ-ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্ধেষ থাকলে অপরের মধ্যে ঘৃণা করার অভ্যাস রয়েছে। কেউ গীবত করে, কেউ গীবত শোনে, অথচ দুটোই সমান অপরাধ। কেউ পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, কেউ মিথ্যা বলে, কেউ চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত থাকলে কেউ অপরের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টে লিপ্ত থাকে। একজন যেনায় লিপ্ত থাকলে অন্যজন ভিন্ন দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকে।

হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু বলেন- মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে **তিনটি** জিনিসই যথেষ্ট- **এক**. নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত, অন্যকে সে অপকর্ম করতে দেখলে তার সমালোচনা করা। **দুই.** অন্যের দোষ দেখে বেড়ায়; অথচ নিজের দোষ সম্পর্কে অন্ধ। **তিন**. নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেওয়া, হয়রানি করা।

কোনো ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্থ করা এবং তাকে জাহান্নামী মনে করা; আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছা-বিরুদ্ধ কাজ (নাউজুবিল্লাহ)।

বরং যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হয়; তাকে মাফ করে দেন।

বনি ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একজন সর্বদা ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত, আর অন্যজন সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকত। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সবসময় পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে হেয়-প্রতিপন্ন করত। ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি একদিন পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির উপর চটে গিয়ে বলল; আল্লাহর শপথ, তুমি জাহান্নামে যাবে। এ কথাটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপছন্দ হলো এবং তিনি ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামি ও পাপে লিপ্ত ব্যক্তিকে জান্নাতি বানিয়ে দিলেন।(কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন- আল্লাহর স্মরণ-শূন্য কথা বেশি বলো না, অন্যথায় তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যাবে, আর কঠিন হৃদয় তোমাদের অজান্তে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়িও না, যেমন মনিব তার গোলামের তদারকি করে; বরং তোমরা নিজ নিজ দোষ-ত্রুটির প্রতি লক্ষ করো এমনভাবে যে, তোমরা আল্লাহর গোলাম। মানুষ দুই ধরনের; কিছু লোক গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, আর কিছু লোক গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার চেষ্টা করে। তোমরা কাউকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার প্রতি দয়াপরবশ হও এবং তার কল্যাণের জন্য দুয়া করো এবং নিজে গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করো এবং গুনাহগারকে অপমান করো না।

মোটকথা, কোনো ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব, যেকোনো লোকের মধ্যকার যেকোনো দোষ-চর্চা বাতুলতা মাত্র। কারণ ত্রুটি চর্চাকারীও ত্রুটি মুক্ত নয়। তাই কোনো ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকতে দেখলে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত, তাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা, গীবত করা, সমালোচনা করা অনুচিত কাজ। এতে সে হয়তো তওবা করবে, অনুতপ্ত হবে অথবা যখন ভুল বুঝতে পারবে, তখন আল্লাহর নিকট তওবা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারো দোষের কথা মনে হলে নিজের দোষের কথা স্মরণ করবেন। তা হলে পাপকাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে।

সরাসরি ও অনুকরণজনিত গীবত:

গীবত সুস্পষ্ট বাক্যে এবং অনুকরণের মাধ্যমেও হতে পারে। সরাসরি: যেমন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক তার দোষত্রুটি বর্ণনা করা। অভিনয়ের মাধ্যমে: যেমন অন্ধ, খঞ্জ, বোবা ইত্যাদি সেজে অভিনয় করে তাদের দোষত্রুটির প্রতি ইংগিত করা অথবা সমালোচনার উদ্দেশ্যে কারো চালচলন, কথন, পোশাক পরিধান ইত্যাদি নকল করে অভিনয় করা।

রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ما أُحِبُّ إِنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

"আমি পরানুকরণ পছন্দ করি না, এত এত সম্পদের বিনিময়েও না" (তিরমিযী)।

একদা হযরত আয়েশা (রা) কোন মহিলাকে অনুকরণ করে দেখালে মহানবী ﷺ বলেন,

مَا يَسُرُّني أَنِّي حَكَيْتُ وَلِى كَذا وكذا

“কাউকে নকল করা আমার কাছে মোটেই পছন্দনীয় নয়, অনেক সম্পদের বিনিময়েও নয়”(ইয়াহয়াউ উলুদিদ দীন)

ঈঙ্গিতে গীবত:

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে,

কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাবার অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন পাতিলের কালি।আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ।

সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

উপহাসমূলক গীবত :

আজকাল মানুষকে উপহাস করে কথা বলা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। কাউকে উপহাস করে এমন কথা বলা যা শুনলে উক্ত ব্যক্তির মনে কষ্ট হবে তা কিন্তু গীবতের শামিল।

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এটাও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আসলে বলা- আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা- আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য,মানুষ আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা- অহংকার খুবই খারাপ; উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত ব্যক্তি অহংকারী। অথবা বলা- দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা- ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা

গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে হেফাজত করুন এ ধরনের উপহাসমূলক গীবত করা থেকে।

মুখের গীবত:

আমাদের মুখের কথার ধার ছুরির আঘাতের চেয়েও অধিক জঘন্য। এ মুখ দিয়ে আমরা মাঝেমধ্যে এমন কথা বলি যা একজন মানুষের অন্তর কে ক্ষত-বিক্ষত করে অন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করে।রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বারবার নিজের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, জিহ্বা হলো সকল অনিষ্টের মূল।গীবত করা জিহ্বার একটি অপব্যবহার।

এ সম্পর্কে নিম্নে দুইটি ঘটনা বর্ণনা করা হলো।

প্রথম ঘটনা:কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন।(দুররে মানসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা:এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ।(আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
“মানুষ এমন কোনো কথা বলে না ; যা লিপিবদ্ধ করা হয় না। (সূরা কফ:,১৮)

ইমাম নববি রহ. জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের একটি তালিকা করেছেন। সেই তালিকার মাঝে তিনি প্রথমে গীবতের কথা উল্লেখ করেছেন। কেননা, জবান সম্পর্কিত গুনাহসমূহের মধ্যে এটির ব্যাপকতাই সবচেয়ে বেশি। এটি এমন এক ব্যাধি: যা আমাদের প্রতিটি আসরে, প্রতিটি মজলিশে, সমাজের রন্ধে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। কোনো আড্ডা আজ এই গীবত থেকে মুক্ত নয়। কোনো আলাপচারিতা আজ গীবতের জন্ঞ্জাল থেকে পবিত্র নয়। অথচ নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গীবত সম্পর্কে কঠিন শাস্তির ধমকি দিয়েছেন। কুরআনুল কারিম গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যেই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষ ভাষ্য ব্যবহার করেনি।

তাই আমাদের উচিত নয়,মুখ দ্বারা এমন কথা বলা যার ফলে অন্যের গীবত হয়ে যায়।

কানের গীবত :

মুখ দিয়ে কারো সমালোচনা করা যেমন গীবত ঠিক তেমনি কান দিয়ে কারো সমালোচনা শোনাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কান দিয়ে কারো সমালোচনা শোনা,শুনেও বাঁধা না দেওয়া ও নীরব থাকা কানের গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো গীবত করা হলো এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে, তাকে এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবতকারীদেরও বাঁধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো।(দুররে মানসুর)
উক্ত হাদিসে তিনটি কথা স্পষ্ট নির্দেশ করা হয়েছে।

১. কেউ যদি আপনার সামনে গীবত করে, তা হলে আপনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশংসা করতে হবে, যাতে সে আর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গীবত করতে সুযোগ খুঁজে না পায়, অথবা গীবত করতে বিব্রতবোধ করে।
২.প্রথম প্রকারটি কাজ না হলে আমাদেরকে বাঁধা দিতে হবে।
৩. আর যদি বাঁধা দিতে না পারি তাহলে আমাদের ওই স্থান ত্যাগ করতে হবে।

মুখে গীবত করা যেমন হারাম ঠিক তেমনি গীবত কানে শোনাও হারাম।মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **"গীবত শ্রবণকারী গীবতকারীদের পাপে অংশীদার "**।
তাই গীবত পরিহারের উদ্দেশ্যে গীবত না শোনা যেমন অন্যকে গীবত করা থেকে বিরত রাখে,ঠিক তেমনি নিজেকেও গীবত শ্রবণের গুনাহ থেকে মুক্ত রাখে।

অন্তরের গীবত :

কোনো মানুষ সম্পর্কে অন্তরে কুধারণা পোষণ করা এবং কারো সম্পর্কে কোনো কথা শুনে তা যাচাই-বাছাই না করে মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেওয়াই হচ্ছে অন্তরের গীবত। মুখে মানুষ কে খারাপ বলা যেমন হারাম ঠিক তেমনি মানুষ সম্পর্কে কুধারণা করাও হারাম।মুমিনের জন্য এটা উচিত নয় কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা।মহান আল্লাহ তায়া'লা খারাপ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সূরা হুজরাতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো।কারণ, অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ"।

অতএব,সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা গর্হিত আচরণ।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনুল কারিমে আমাদেরকে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"হে মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তা তোমরা যাচাই করে দেখবে,পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে "।(সূরা হুজরাত :৬)

অতএব উক্ত আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান যে,কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনে তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ।

তাই আমাদেরকে অন্যের প্রতি কুধারণা থেকে বিরত থাকতে হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত :

গীবতের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে অঙ্গ- প্রতঙ্গের গীবতও আছে।অর্থাৎ নিজের হাত, পা, চোখ ইত্যাদির ইশারায় অন্য লোকের নিকট কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা কৃত গীবত।

যেমন কোন ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে উঠে চলে যাওয়ার পর তার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। খর্বাকৃতির এক মহিলা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করলো। তার চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে হাতের দ্বারা তার প্রতি ইংগিত করেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:**হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে**।(দুররে মানসুর)

এছাড়াও মহানবী ﷺ বলেন,**“কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের প্রতি চোখের ইশারায় এমনভাবে ইংগিত করা বৈধ নয় যাতে সে মর্মাহত হয়”**।(ইমাম গাযযালির হুকুকুল মুসলিম গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনুল কারিমে বলেন,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“প্রত্যেক হুমাযাহ ও লুমাযাহ এর প্রতি অভিশাপ ”।(সূরা হুমাযাহ: ১)

হুমাযাহ ও লুমাযাহ, শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যা নিয়ে কুরআনের ভাষ্যকারদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বায়হাকি রহিমাহুল্লাহ ইবনে জুরাইয রহিমাহুল্লাহর সূত্রে উল্লেখ করেছেন; যে ব্যক্তি চোখ বা হাতের দ্বারা লোকেদের কষ্ট দেয়, তাকে বলা হবে হুমাযাহ এবং যে ব্যক্তি মুখের দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয়, তাকে বলা হয় লুমাযাহ।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে গিয়ে একটি আজব ঘটনা দেখতে পেলেন। কিছু সংখ্যক নারী এবং পুরুষকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি জিবরাঈল আলাইহিস সালামের নিকট তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এরা সে-সমস্ত নারী এবং পুরুষ; যারা চোখ ও হাতের ইশারায় মানুষের বদনামী করত এবং এভাবে তাদের কষ্ট দিত।

কেয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেকের হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাক্ষ্য দেবে। তখন কিন্তু আমরা হাতের দ্বারা, চোখের দ্বারা ইশারা-ইঙ্গিতে যাদের কষ্ট দিয়েছিলাম, যাদের হেয়- প্রতিপন্ন করেছিলাম; এর চুল পরিমাণ দোষ অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে যাবতীয় গীবত থেকে নিজেদের হেফাজত করার তৌফিক দান করুক; আমিন।

লেখালেখির মাধ্যমে গীবত :

কোনো ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠিপত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা ফেসবুকে পোস্ট ও কমেন্ট করা এ সবই লেখালেখির মাধ্যমে গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

কলম এমন একটি অস্ত্র; যা সত্য প্রকাশে বোমার চেয়েও অধিক শক্তিশালী। কলম ব্যবহার করেই মানুষের মনোভাব সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়া যায়। কলম সবসময় সর্বোত্তম আদেশের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সেই কলমকেই আমরা আজ গীবতের সর্বোত্তম পন্থা করে তার অপব্যবহার করে চলেছি প্রতিনিয়ত।
বর্তমান সময়ে গীবত একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। কমবেশি আমরা প্রায় সকলেই এর সাথে জড়িত। মানুষ একজনের দোষ-ত্রুটি অন্য মানুষের কাছে বলে বেড়ানোয় তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে থাকে; অথচ গীবত এমন এক বদভ্যাস, যা পুরো সমাজকে ধবংস করে দেয়। গীবত এমন এক নেশার বস্তু, যা মুমিনের নেক আমলকে বাতিল করে দেয়, আর যখন তা কলমের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে, তখন ক্ষতির পরিমাণ কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গীবত চর্চায় ফেসবুক

সাধারণত যেকোনো মাধ্যম ব্যবহার করে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করাকেই গীবত বলা হয়। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট সহজলভ্যকরণ আমাদের গীবত- চর্চাকে করে দিয়েছে আরো সহজলভ্য। এখন আমাদের বাড়ি- বাড়ি গিয়ে কারো দোষ-চর্চা করতে হয় না। দোষ-চর্চা করার উদ্দেশ্যে কারো জন্যে অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। যার দোষ-চর্চা করব, তার সামনে পড়ে লজ্জিত হওয়ার ভয়ও থাকে না। কারণ উন্নত প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট আমাদের করে দিয়েছে গীবত-চর্চার সহজ পদ্ধতি: যা আমরা ঘরে বসেই সম্পাদন করতে পারি। শুধু দরকার একটি এন্ড্রয়েড ফোন এবং টাইপিং-এর সামান্য সময়টুকু।
বর্তমানে প্রকাশ্য গীবত-চর্চার জন্যে **ফেসবুক** একটি অন্যতম অনলাইন মাধ্যম। আর গোপনে গীবত করার জন্যে মেসেঞ্জারের সুবিধা তো রয়েছেই। আরও অনেক মাধ্যম

রয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে ফেসবুক আর মেসেঞ্জারের ব্যবহার সাধারণত অধিক সহজলভ্য।

কারো দোষ বর্ণনা করার জন্যে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিলেই তা হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। মেসেঞ্জারে ফরওয়ার্ড করতেই পৌঁছে যাবে গ্রুপের সকল সদস্যের কাছে। কেউ ফেসবুকে কোনো বিতর্কিত লেখা পোস্ট করলে বা কোনো গ্রুপের অ্যাডমিন কোনো বিতর্কিত লেখাকে ভুলবশত এপ্রুভ করে ফেললে বা কারো লেখা নিজের মতের সাথে না মিললেই শুরু হয় আমাদের সমালোচনা আর ত্রুটি খোঁজে তা বর্ণনা করে তার বিপরীত লেখালেখি করে ফেসবুকে আপলোড দেওয়া। কেউ পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে তাকে সংশোধন করার উদ্দেশ্যে পরামর্শ না দিয়ে উল্টো তার পাপের কথা লিখনীর মাধ্যমে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তা বর্ণনা করা হয়। কারো প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জাগরিত হলেই, তার সমস্ত দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করে ফেসবুক বা অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়।

মোটকথা, যে সমস্ত গীবত সাধারণত আমরা স্বাভাবিকভাবে করে থাকি, ফেসবুকের সহজলভ্যতা তা আমাদের করে দিয়েছে আরো সহজাত প্রকাশের ব্যবস্থা। এতে নানাবিধ উপায়ে আমরা যে অহরহ গীবত করছি, মানুষের হক নষ্ট করছি; কখনো কি ভেবে দেখেছি আখেরাতে এর পরিণতি কেমন ভয়াবহ হতে পারে। গীবত শুধু পরকালেই নয় ইহকালেও এর পরিণতি ভয়াবহ, কঠিন।

গীবতের বৈধ পন্থা

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। প্রতিটি জিনিসের স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ রেখেই ইসলাম বিধান প্রণয়ন করেছে। মানুষের স্বভাব ও চাহিদার প্রতিও ইসলাম লক্ষ রেখেছে।তদানুযায়ী বিধান প্রদান করেছে। এরই নিমিত্তে ইসলাম কয়েকটি বিষয়কে গীবতের আওতামুক্ত রেখেছে। বিষয়গুলো বাহ্যিক দৃষ্টিতে গীবত মনে হবে, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো গীবত নয়।

কিছু ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুণ্যের কাজ।যেসব ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত গীবত করার বৈধতা প্রদান করেছে তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এক.কারো অনিষ্টতা থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে গীবত করা বৈধ হবে।

কোনো খারাপ ব্যক্তি যার দ্বারা আমাদের পরিবার, সমাজ কিংবা কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার ব্যাপারে খারাপ দিক তুলে ধরার মাধ্যমে যে গীবত হবে,তা জায়েয।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন-

একদিনের ঘটনা। আমি নবীজির খেদমতে বসা ছিলাম। তখন দেখলাম, সামনে থেকে এক লোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তায় থাকাকালীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বললেন, লোকটি তার গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি। হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহ আনহা বলেন, এ-কথা শুনে আমি একটু সতর্ক হয়ে বসলাম; কারণ দুষ্ট লোক থেকে সতর্ক থাকা উচিত। তারপর লোকটি যখন মজলিসে এসে বসল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে স্বভাব অনুযায়ী সদাচরণ করলেন।লোকটি চলে যাওয়ার পর হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনার ভাষ্যমতে লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি, অথচ সে আপনার মজলিসে বসল আর আপনি তার সঙ্গে এত সুন্দর ব্যবহার করলেন; এর কারণ কী?নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন-দেখো, লোকটি আসলেই ভয়ঙ্কর, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তার স্বভাব। মানুষ তার থেকে পালিয়ে বাঁচে। তার সঙ্গে যদি সুন্দর ব্যবহার করা না হয়, তা হলে সে এসে ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি তার সঙ্গে অভ্যেস মাফিক সুন্দর ব্যবহার করলাম।(তিরমিজি শরীফ)

হাদিসটির ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশাকে যে বললেন, 'লোকটি গোত্রের নিকৃষ্ট ব্যক্তি'- সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি গীবত হয়েছে।

যেহেতু মন্তব্যটি তার অনুপস্থিতিতে হয়েছে, তবুও এটা জায়েয। কারণ এর দ্বারা নবীজির উদ্দেশ্য ছিল, লোকটির অনিষ্টতা থেকে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে সতর্ক করা; যেন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা লোকটির কোনো ফ্যাসাদের শিকার না হন।

সুতরাং হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম, কেউ সত্যিকারের ক্ষতিকারক ব্যক্তি হলে, তার ব্যাপারে গীবত করলে; তা জায়েয হবে।

দুই.যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়।

কারো দ্বারা যদি অপর কোনো ব্যক্তির উপর কোনো ধরনের আক্রমণ আসতে পারে এমন অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। কেননা, এতে অপর ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।যেমন,কেউ দেখলো একজন আরেকজনকে খুন বা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ কথা বলে দিতে হবে, তোমার প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে। এর দ্বারা সে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে।সুতরাং, এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ।

তিন.প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত।

কেউ প্রকাশ্যে কোনো গুনাহ করলে তা কমবেশি সকলের চোখেই ধরা পড়ে। সুতরাং, কেউ প্রকাশ্যে পাপাচার,শিরক, কুফরি,বিদআত,অন্যায় কাজের নেতৃত্ব ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকলে তার ভ্রান্তির কথা বলা বৈধ হবে।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,**“ফাসেক ও প্রকাশ্য গুনাহকারীর গীবত করলে তা গীবত হিসেবে বিবেচিত হবে না ”**।(জামেউল উসুল)

হাদিসটির অর্থ অনেকে উল্টো করে থাকেন। তাদের ধারণা কবিরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তির অথবা বেদয়াতে অভ্যস্ত ব্যক্তির গীবত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে আলোচনা করা যাবে। এতে কোনো গুনাহ নেই, এটা জায়েয হবে।

মূলত হাদিসটির অর্থ এটা নয়, বরং হাদিসটির মর্মার্থ হলো, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে।

যেমন কেউ যদি প্রকাশ্যে মদ্যপান করে,ঘুষ খায়,শিরক করে তা বলা হলে গীবত হবে না।

কিন্তু যেসব দোষ উক্ত ব্যক্তি গোপন রাখতে চায়, সেসব দোষ নিয়ে যদি আপনি তার অনুপস্থিতিতে ঘাটাঘাটি করেন তা হলে তা গীবত হবে। সে প্রকাশ্যে মদ খায় ঠিক, তবে তার এমন আরও একটি গুনাহ আছে, যা সে প্রকাশ্যে করে না, গোপনে করে। কিন্তু সে মানুষের সামনে তার এই গুনাহটি প্রকাশ করতে রাজি নয়। গুনাহটিও এমন

যে, এর কারণে অন্যদের ক্ষতি হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তার উক্ত গুনাহের কথা আলোচনা জায়েয হবে না; বরং এটা তখন গীবত হবে।

চার.জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়।

নির্যাতিত ও অত্যাচারিত ব্যক্তির জন্য বৈধ যে শাসক, বিচারক প্রমুখ (প্রভাবশালী) ব্যক্তি, যারা অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিয়ে ন্যায় বিচার করার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন তাদের নিকট নালিশ করবে যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর এই অত্যাচার করেছে। উদাহরণ -স্বরূপ; কোনো ব্যক্তি আপনার মাল চুরি করেছে। থানায় গিয়ে আপনি তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করলে যদিও এটা তার অনুপস্থিতিতে দোষ-চর্চা হয়েছে, তথাপিও এটা গীবত হবে না। কারণ সে আপনার ক্ষতি করেছে, তারপর আপনি থানায় তার বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়েছেন। থানা কর্তৃপক্ষ এর বিচার করবে। সুতরাং এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অনুরূপভাবে চুরির ঘটনা যদি এমন লোকের নিকট বলা হয়, যে এর প্রতিকার করতে সক্ষম নয়। যেমন চুরির খবর শুনে কিছু লোক আপনার বাড়ি চলে আসল। আপনি জানেন, আপনার বাড়িতে কে চুরি করেছে। তাই আপনি তাদের নিকট বলে দিলেন, আজ রাত অমুক আমার বাড়িতে চুরি করেছে অথবা বলেছেন, অমুক আমার এমন ক্ষতি করেছে। এমন হলে গুনাহ হবে না: যেহেতু এটা গীবত নয়।

আমরা লক্ষ করলে দেখি,ইসলাম মানবপ্রকৃতিকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি হলো, দুর্দশাগ্রস্ত হলে সে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়, নিজের দুঃখের কথা অন্যকে বলে মনের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা করতে চায়; তখন সে খেয়াল করে না, অপর কেউ তার দুঃখ লাঘব করতে পারবে কি না। ইসলাম এই মানবীয় মেজাযের প্রতি লক্ষ রেখেছে। অন্যের নিকট দুঃখ ব্যক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ

অর্থ :**আল্লাহ তায়া'লা মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না, অবশ্য যার উপর জুলুম করা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। (সূরা নিসা:১৪৮)**

অর্থাৎ, তার উপর যে অত্যাচার হয়েছে সেটা সে অপরের নিকট বলতে পারবে।এটা গীবত নয়; বরং বৈধ।

পাঁচ. মুসলিমদের খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেওয়া।

এটা কয়েকভাবে হতে পারে-

- হাদিসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষ-ক্রটি রয়েছে যাচাই-বাছাই করে তা বলে দেওয়া। উম্মাহর ইজমার ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা বিবেচনায় ওয়াজিব। সাক্ষীর দোষ-ক্রটি প্রকাশ করা সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ বৈধ; বরং প্রয়োজনবশত এরূপ করা অত্যাবশ্যক।

- কোনো ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্যে, কোনো ব্যবসায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে, কারো কাছে আমানত রাখার জন্যে, কারো সাথে লেনদেন করার মানসে, অথবা কারো প্রতিবেশী হওয়ার জন্যে পরামর্শ চাওয়ার উদ্দেশ্যে সে ক্ষেত্রে যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা; বরং হিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাব নিয়ে যত দোষ-ক্রটি থাকবে সব ব্যক্ত করে দেওয়া।

- যখন কোনো উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, গভর্নর বা শাসক সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন না করে তার অযোগ্যতার কারণে কিংবা পাপাচারী বা উদাসীন থাকার কারণে উক্ত অবস্থায় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রনেতার কাছে তার স্বরূপ তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। যাতে সে তার স্থানে অন্য উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে পারে।

- এছাড়াও যখন কোনো দ্বীনি ইলম পিপাসু ত্বলিবুল ইলম ইলম শেখার জন্য কোনো বেদআতী ও ফাসেক ব্যক্তির নিকট যায়,তখন তাকে উক্ত ব্যক্তির দোষ-ক্রটি বলা গীবত হবে না।

অতএব,কাউকে কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল করা হলে উক্ত লোক সে বিষয়ের অযোগ্য হলে তার ওই বিষয়ের খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে বলা গীবত হবে না।

ছয়.দৈহিক ত্রুটির বর্ণনা করা।

কোনো ব্যক্তির দৈহিক কোনো ত্রুটি যা দৃশ্যমান তা বলা বৈধ। যেমন :কেউ রাতকানা, পঙ্গু, অন্ধ,বোবা, ট্যারা হলে তা বলা বৈধ হবে। তবে কাউকে অসম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এসব শব্দ বলা হারাম।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো এলাকায় যদি এক নামের দুইজন ব্যক্তি থাকে তার মধ্যে একজন থাকে ট্যারা তাহলে তাকে চিনার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটি উল্লেখ করে তার বর্ণনা করা বৈধ ; তা গীবত হবে না।

সাত.মানুষের পাপাচার ও তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে গীবত বৈধ।

কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির পাপের শাস্তির কথা উল্লেখ করে কাউকে সতর্ক করা জায়েজ। যেমন এ কথা বলা,অমুক ব্যক্তি জাহান্নামের উপযোগী ;কেননা,সে প্রকাশ্যে শিরক করেছে। এখানে লোকটির খারাপ কাজের পরিণতি কি হতে পারে তা বলে অন্য লোকদের সতর্ক করে দেওয়া ;যাতে তারা এমন কাজ না করে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মদিনা বা মক্কার বাগানগুলোর মধ্য থেকে কোনো এক বাগানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি এমন দু-ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদের কবরে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের দুজনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে, অথচ কোনো গুরুতর অপরাধে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁ, এদের একজন পেশাব করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন করত না, অপরজন চোগলখোরী করত। অতঃপর তিনি একটি খেজুরের ডাল আনতে বললেন এবং তা ভেঙে দু-টুকরো করে প্রত্যেকের কবরের উপর এক টুকরো করে রাখলেন। তাকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, কেন এমনটা বলেন? তিনি বললেন, আশা করা যেতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি টুকরো শুকিয়ে না যায়; তাদের আযাব কিছুটা হালকা করা হবে।(সহীহ বুখারী)
আপাতদৃষ্টিতে এটা মৃত ব্যক্তির গীবত হলেও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল সকল লোকদের সতর্ক করে দেওয়া।

অতএব, কাউকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে গীবত জায়েয। তবে অবশ্যই হেয়- প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়, অন্যথায় তা গীবত বলে গন্য হবে।

আট.লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ।

কোনো ব্যক্তি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশ্যে তার গীবত করা বৈধ হবে যাতে লোকেরা জানার ফলে সে ভয়ে বা লজ্জায় উক্ত পাপ পরিহার করে।

একদা এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি বললেন যাও, ধৈর্য ধরো। অতঃপর সে দুই বা তিনবার এভাবে এসে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, 'তুমি গিয়ে তোমার জিনিস-পত্র রাস্তায় ফেলে রাখো।' অতঃপর সে তার জিনিস-পত্র রাস্তায় ফেলে রাখলে লোকেরা তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে লাগল।সে তাদের তার প্রতিবেশীর খবর জানাতে থাকল। লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে লাগল আল্লাহ তোমার এরূপ করুন।' তার প্রতিবেশী তার নিকট এসে বলল, তুমি ফিরে যাও। ভবিষ্যতে তুমি আমার পক্ষ থেকে এরূপ কিছুর পুনরাবৃত্তি দেখবে না।(সুনানে আবু দাউদ)

তবে কাউকে হেয়-প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে, লজ্জা দিয়ে গীবত করা হলে তা হারাম। ইসলামের সৌন্দর্য হলো সমাধানের জন্যে শরিয়াহ আপনাকে ছাড় দেবে, কিন্তু কারো সম্মান কিংবা মানহানির উদ্দেশ্যে কোনো সমালোচনা বা গীবতের জন্যে ইসলাম আপনাকে ছাড় দেবে না। হ্যাঁ, এটাই ইসলাম। আর এটাই ইসলামের সৌন্দর্য।

নয়.ফতওয়া জানার উদ্দেশ্যে কারো গীবত করা।

কোনো মুফতি বা আলেমের নিকট ফতওয়া জানার উদ্দেশ্যে গিয়ে যদি বলা হয়,আমার পিতা,স্বামী, ভাই অথবা অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি এই অন্যায় আচরণ করেছে। তার কি এটা করার অধিকার আছে? যদি অধিকার না থাকে এ থেকে আমি কিভাবে পরিত্রাণ পাবো?

এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির দোষের কথা বলা গীবত হবে না।

একদিন উতবা বিন রবিয়ার কন্যা হিন্দা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন-হে আল্লাহর রাসুল, (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান কৃপণ ব্যক্তি। তার সম্পদ থেকে যদি আমার সন্তানদের খেতে দিই, তা হলে কি আমার গুনাহ হবে? তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদের ন্যায়সঙ্গত পন্থায় খেতে দাও, তা হলে তোমার কোনো গুনাহ হবে না।(সহীহ বুখারী)

উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদিস অনুসারে গীবতের এই পন্থাকে জায়েয করেছেন। এখানে হিন্দার তার স্বামীর ত্রুটি বর্ণনা করাটা গীবত হলেও তার উদ্দেশ্যে ছিল সমাধান কিংবা মাসআলা জানা।

তাই কোনো আলেম বা মুফতির নিকট কোনো মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে গীবত করলে তা জায়েয হবে।

দশ.সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত বৈধ।

কেউ কোনো দোষ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এমন ব্যক্তির নিকট তার গীবত বৈধ; যে ব্যক্তি তাকে উপদেশ দিলে বা ভয় দেখিয়ে কিংবা জোর খাটিয়ে তাকে সে গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে এতে দোষের কিছু নেই।কারণ এখানে যার গীবত করা হয়, উপকার তারই হয়।

কুফার গভর্নর হযরত সাদ রাদিআল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অনেক ব্যাপারে জনগণ খলিফা হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে অভিযোগ করল। এর মধ্যে একটি অভিযোগ এই ছিল, তিনি উত্তমরূপে নামায পড়ান না এবং নামাযে কেরাত ভুল পড়েন বা অশুদ্ধ তেলাওয়াত করেন। খলিফা তাদের অভিযোগ শুনে সাদ রাদিআল্লাহু আনহুকে উক্ত পদ থেকে বরখাস্ত করেন এবং নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন।(বুখারী,বাবু কিরাআতিল ইমাম ওয়াল- মামুর)

সিরিয়ার গভর্নর হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর নিকট এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে তার এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ছিল, যেন উক্ত ব্যক্তিকে সংশোধন-স্বরূপ সতর্ক করে একটি পত্র পাঠানো হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে, সুরা মুমিনের ১-৪ আয়াত একটি পত্রে লিখে পাঠানো হয় এবং আবু জানদাল আয়াতগুলো পড়ে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মদ্যপান পরিহার করে তওবা করেন।(ইয়াহয়াউ উলুদিদ দীন)

অতএব, উক্ত আলোচনাগুলো থেকে বোঝা গেছে, দোষ-ত্রুটি মুক্ত বা সংশোধন করার জন্যে কারো গীবত করলে তা বৈধ হবে।

এগার. নির্লজ্জ ব্যক্তির গীবত বৈধ ।

কোনো ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যে কোনো পাপ বা গর্হিত কাজে লিপ্ত থাকে, অন্য কেউ তাকে সতর্ক করলে বা তাকে লজ্জা দিয়ে উক্ত খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইলেও সে সংশোধন হয় না এমন ব্যক্তির গীবত বৈধ হবে।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুম, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়নমণি হযরত হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুর হত্যাকারীদের গীবত করতেন। কারণ, তারা ছিল নির্লজ্জ।তারা নিজেদের দোষকে পরিপক্ক বুদ্ধির কাজ মনে করত। তাই নির্লজ্জের গীবত করা যাবে।

হাদিসে রয়েছে -

যে ব্যক্তি লজ্জার আবরণ ছিন্ন করল তার দোষ-চর্চা গীবত নয়।(আইনুল ইলম)

শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ।

- বেহায়া
- স্বৈরাচারী শাসক
- যার গোপন পাপাচার অন্যের ক্ষতির কারণ হয়।

গীবতের পরিণতি বুঝাতে একটি শিক্ষনীয় স্বপ্ন

হজরত রিবয়ি নামে একজন তাবেয়ি ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, একবার আমি এক স্থানে গেলাম। সেখানে দেখতে পেলাম লোকেরা পরস্পর কথা-বার্তা বলছে। আমিও সেখানে বসে গেলাম। এক পর্যায়ে সেখানে গীবত শুরু হয়ে গেল। আমার কাছে এ অবস্থাটা অপছন্দনীয় মনে হলে আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম। তখন আমি সেখান থেকে উঠে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার ধারণা হলো হয়তো সেখানে আর গীবত হচ্ছে না। তাই সেখানে গিয়ে আবার বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ এদিক সেদিক কথা-বার্তা হওয়ার পর পুনরায় গীবত শুরু হয়ে গেল।

তবে এবার আমার হিম্মত কমে যাওয়ায় মজলিশ থেকে আর উঠলাম না। এখন আমি তাদের ওই গীবত শুনতে লাগলাম। আমি নিজেও তাদের গীবতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক দু' কথা বলে ফেললাম। এরপর মজলিশ শেষ হওয়ার পর আমি বাড়ি ফিরে গেলাম।

রাতে শোয়ার পর স্বপ্নে দেখতে পেলাম একজন কালো ব্যক্তি আমার জন্যে বড় পেয়ালা ভর্তি গোশত নিয়ে এসেছে। আমি ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেগুলো শূকরের গোশত। ওই ব্যক্তি আমাকে বললেন, গোশতগুলো খাও। আমি বললাম, শূকরের গোশত কীভাবে খাব? আমি তো মুসলমান! কীভাবে শূকরের গোশত খাব?

লোকটি বলল, এগুলো তোমাকে খেতেই হবে। এরপর জবরদস্তি করে গোশতের টুকরা হাতে নিয়ে মুখে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। আমি যতই বাধা দিই, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সে গোশতের টুকরা আমার মুখে ভরে দিতে লাগল। এক পর্যায়ে আমার মুখে বমি চলে আসছিল। তারপরও সে থামল না। এমন কঠিন অবস্থায় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙল। এদিকে ঘুম থেকে ওঠার পর যখন আমি খাবার খেতে লাগলাম, তখন খাবার মধ্য থেকে স্বপ্নের মধ্যে শূকরের গোশতের যে দুর্গন্ধ ছিল তা অনুভব হতে লাগল। এমন কি যখন যা কিছু খেতে ইচ্ছে করি তাতেই ওই দুর্গন্ধ অনুভব হতে লাগল। তিন দিন পর্যন্ত এ দুর্গন্ধ আমার অনুভব হচ্ছিল।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বুঝতে পারলাম যে, এভাবে আল্লাহ আমাকে সতর্ক করেছেন যে, তুমি স্বল্প সময়ের জন্যে ওই মজলিশে গীবত করেছিলে, তার শাস্তি তোমাকে তিন দিন সহ্য করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে গীবত থেকে হেফাজত করুন।

গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার নামান্তর

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা **সূরা হুজরাতের ১২** নং আয়াতে বলেছেন,

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوه.

তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? মূলত তা তোমরা অপছন্দ করো।

- একটি হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দু'জন মহিলা রোজা রাখা অবস্থায় পরস্পর বিভিন্ন কথা-বার্তায় লিপ্ত হয়ে গেল। এক পর্যায়ে তাদের কথা-বার্তা গীবত পর্যন্ত পৌছে যায়। কিছুক্ষণ পর এক সাহাবি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খবর নিয়ে এলেন, হে রাসুল, দু'জন মহিলা রোজা রেখেছিল, এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। পিপাসায় প্রাণ যায় যায় অবস্থা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির মাধ্যমে মহিলা দু'জনের গীবত সম্পর্কে জেনে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলা দু'জনকে নিয়ে আসতে বললেন। তাদের নিয়ে আসা হলো। তিনি দেখতে পেলেন ওই মহিলা দু'জনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি বড় পেয়ালা আনতে বললেন। পেয়ালা নিয়ে আসার পর তাদের একজন মহিলাকে পেয়ালার মধ্যে বমি করতে বললেন। ওই মহিলা বমি করল। তাতে দেখা গেল বমির মধ্যে রক্ত এবং তাজা গোশতের টুকরা রয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় মহিলাকে অনুরূপ করতে বললেন, সেও নির্দেশ পালন করল। অনুরূপ তার মুখ থেকেও রক্ত বমি এবং তাজা গোশতের টুকরা বের হয়ে এলো।(সুনানে আবু দাউদ)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা দু'জন যাদের গীবত করেছে এই গোশতগুলো তাদের। যদিও তোমরা দু'জন রোজা রাখা অবস্থায় হালাল খাদ্য বর্জন করেছ; কিন্তু অপর ব্যক্তির হারাম রক্ত, গোশত খেয়েছ। যার জন্য দু'জনের পেট হারাম রক্ত ও গোশত দ্বারা ভরে গিয়েছিল। তাই এ অবস্থা হয়েছে।

এরপর বললেন, ভবিষ্যতে যেন কখনো তারা গীবত না করে। কেমন যেন আল্লাহ তাআলা গীবতের উপমা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা গীবতের পরিণতি বুঝতে সক্ষম হই।

আসলে আমাদের রুচি এতটাই খারাপ হয়ে গেছে যে, আমাদের অন্তর থেকে গুনাহের মন্দত্বের অনুভূতি চলে গেছে। তবে যে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুরুচি ও বোধ দান করেছেন তাঁরা গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে থাকেন।
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকেও গীবতের ভয়াবহ পরিণতি বুঝার তৌফিক দান করুন।

গীবতের ব্যাপারে মহিলাদের সাবধানতা

গীবত হচ্ছে মহিলাদের চারণভূমি।আজকাল সবচেয়ে বেশি গীবত হয় মহিলাদের মজলিসে। মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক হারে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। যেমন- যখনই কয়েকজন মহিলা একত্রিত হয়, তখন তারা প্রায়ই সমালোচনা বা গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। কার কোথায় কি হয়েছে, কে কি করেছে,কে সুন্দর,কে কুৎসিত আরো নানান আলোচনা। তারা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমালোচনা করে। বিশেষ করে তারা স্বামী,শ্বশুর বাড়ির লোকজনের ব্যাপারেও নানা মন্তব্য করে থাকে। যেমন- একে অপরকে বলতে থাকে আমার স্বামী এরকম ওরকম, আমাকে এটা দিয়েছে ওটা দেয়নি ইত্যাদি। এমনকি অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের গোপনীয় বিষয় পর্যন্ত বলাবলি করতে লজ্জাবোধ করে না। এ কাজের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়া এবং বেশি বেশি অভিশাপ দেয়া, এটা মহিলাদের জাহান্নামী হওয়ার প্রধান কারণ।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ - إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ ، فَقُلْنَ : وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِير

আবূ সাঈদ খুদরী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহা অথবা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গেলেন। তিনি মহিলাদের নিকট আগমন

করলেন, অতঃপর তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহিলারা! তোমরা সদকা কর, কারণ তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামী হিসেবে আমাকে দেখানো হয়েছে। তখন তাঁরা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কী কারণে আমাদের এ অবস্থা? নবী বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত (অভিশাপ) কর এবং স্বামীদের অকৃজ্ঞতা প্রকাশ কর।(সহিহ বুখারী)

এছাড়াও শ্বশুর বাড়ির লোকজনের গীবত করা হয় বাপের বাড়ি এসে।অর্থাৎ, বর্তমান সময়ে মহিলাদের দ্বারাই বেশি গীবত হয়। তাই মহিলাদের উচিত আত্মসংযমী হওয়া, যাতে গীবতের মতো জঘন্য পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে।

গীবতের ক্ষতি

যে অপরাধ যত জঘন্য,সে অপরাধের শাস্তি ও ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি।গীবতের দ্বারা ইহকাল ও পরকালে আমরা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হই।গীবতের ক্ষতি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. গীবতকারীর দুয়া কবুল হয় না।

যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই তার কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়।তাই গীবতকারীর দুয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

লোকেরা ইব্রাহিম ইবনে আদহাম (র) নিকট অভিযোগ করলো,তারা দুয়া করলে তা কেন কবুল হয় না? তখন তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আটটি দোষ রয়েছে, ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দুয়া কবুল হয় না।

- তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব স্বীকার করো কিন্তু তাঁর অধিকার আদায় করো না, তাঁর বিধানের আনুগত্য করো না।
- তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করো কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করো না।
- তোমরা মুখে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করো কিন্তু ওনার সুন্নাহ সম্মত জীবনযাপন করো না।

- তোমরা কথায় কথায় বলো যে,মৃত্যুর ভয় করো কিন্তু তার প্রস্তুতি স্বরূপ ইবাদাত করো না। অথচ কোন ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে।
- তোমরা অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রয়েছো এবং শয়তানকে নিজেদের বন্ধু বানিয়েছো।আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, **"শয়তান তোমাদের দুশমন,অতএব শয়তানকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো"।(সূরা ফাতির:৬)**
- তোমরা মুখে বলছো যে, তোমরা দোযখের ভয় করো কিন্তু নিজেরাই নিজেদের দোযখে নিক্ষেপ করছো।
- তোমরা জান্নাতের আকাঙ্খা করো কিন্তু তার পাথেয় সংগ্রহ করছো না।

তোমরা অপরের দোষ চর্চা (**গীবত**) করছো অথচ নিজেদের দোষের প্রতি খেয়াল নেই।

এসব কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে। তাই তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয় না এবং দুয়া কবুল হয় না।

২.গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়।

আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়েছে (আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)।

একই সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমি তো পার্থিব জীবনে এই এই নেক কাজ করেছি অথচ এই আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের

গীবত করেছো। তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বিয়োগ করে তুমি যার গীবত করেছো তার আমলনামায় যোগ করে দিয়েছি (তারগীব ওয়াত তারহীব)।

হাসান বসরী (র) জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর গীবত করছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম (নুযহাতুল মাজালিস)।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন - দেউলিয়া কি তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিয়েছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব, উপরোক্ত বদ কাজের দরুন সেই লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই হলো দেউলিয়া। (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

তিন.গীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,**"সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো।কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দুয়া কবুল হয় না, তার সৎকাজ সমূহও কবুল হয় না এবং তার আমলনামা তার পাপে বর্ধিত হতে থাকে "**।(খিয়ানাতুর রিওয়াত)

৪.গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না।

গীবতকারী ব্যক্তি কোনো সৎ কাজ করলে তা কবুল হয় না। মহানবী ﷺ বলেছেন, **"বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না"**।(ইয়াহয়াউ উলুদ্দিদ দীন)

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা আর বলার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সর্বশেষ।

তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন:গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহর অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা ওজু,নেক আমল,রোজা বাতিল হয়ে যায়। তা হলো- **গীবত,চোগলখোরি, মিথ্যাচার,বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত।**
এই চারটি জিনিস পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে,যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে। (তাম্বীহুল গাফেলিন)

গীবত ত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিহার করা এবং অন্যের সমালোচনা থেকে দূরে থাকার মধ্যে রয়েছে নিজের জন্য কল্যাণ। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানিত হয় দুনিয়া ও আখিরাতে।গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
১.গীবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সমতুল্য। অতএব, যে গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।
২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।
৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা ওযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় ওযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে ওযু নষ্ট হয়। তা হলো পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)।

আয়েশা (রা) বলেন- ঘুমের দ্বারা যেভাবে ওযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও ওযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানসুর)।
অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের ওযুকে রক্ষা করলো।
৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মাজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।
৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব,গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।
৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়"।(ইবনে মাজাহ)

অতএব, কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।
৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হতে হলে আমাদের উচিত গীবত পরিহার করা।

গীবত ও অপবাদ

গীবত হলো কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন সমালোচনা করা যা মূলত সে করেছে এবং যা শুনলে উক্ত ব্যক্তি মনে কষ্ট পাবে।ঠিক তার বিপরীতটুকু হলো অপবাদ।

অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে কোনো দোষ করেনি; কিন্তু তার নামে চালিয়ে দেওয়া। যা হলো মিথ্যা অপবাদ।

হাদিস শরীফে এসেছে – একবার এক সাহাবী রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন,হে আল্লাহর রাসূল,গীবত কি? উত্তরে নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **নিজের ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে এমন কোনো কথা বলা যা তার পছন্দ নয় তাই গীবত।তখন ওই সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন বাস্তবেই যদি আমার ভাইয়ের মাঝে সেই বিষয়টি থেকে থাকে; যা আমি বলছি,তাহলেও তা গীবত হবে?**

তখন মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি সেই বিষয়টি বাস্তবেই তার মাঝে থাকে তা হলে তা গীবত।আর যদি সেই মন্দ বিষয়টি তার মাঝে না থাকে ; বরং নিজ থেকে বানিয়ে বলে থাকো,তাহলে এর সঙ্গে গীবতের সাথে সাথে মিথ্যা অপবাদ আরোপের গুনাহ হবে। (সুনানে তিরমিজি)

কোনো ব্যক্তির মাঝে কোনো মন্দ অভ্যাস আছে। আপনি কোনো আসরে তার সেই মন্দ অভ্যাসের কথা বলে দিলেন। যেমন বললেন, অমুক ব্যক্তি চরম মিথ্যাবাদী। আর বাস্তবেও সে মিথ্যাবাদী। তাহলে তার আড়ালে তার মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা উচ্চারণ করার কারণে এটি গীবত হলো;যা গুনাহ। তবে শর্ত হলো, এভাবে তাকে মিথ্যাবাদী বলাটা তার কাছে অপ্রিয় হতে হবে। আর যদি বাস্তবেও সে মিথ্যাবাদী না হয়, তারপরও আপনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে মন্তব্য করেন, তাহলে এমতবস্থায় আপনি দু'টি গুনাহ করলেন। একটি হলো, গীবত করার গুনাহ। আর অপরটি হলো অপবাদ আরোপের গুনাহ।

কাজেই গীবত একটি জঘন্যতম গুনাহ।আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো,আত্মসংযমী হওয়া। আল্লাহ তাআলার কাছে আত্মরক্ষার তাওফিক কামনা করা। আল্লাহর রহমত হলে এ গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে: নয়তো এই গীবত নামক অভিশাপের আজাবে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

চোগলখোরি

গীবতের মতো নিকৃষ্ট আরেকটি গুনাহ হলো চোগলখোরি। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক। চোগলখোরি হলো কোনো ব্যক্তির আলোচনা বা সমালোচনা অন্যের নিকটে এ নিয়তে করা যাতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত বা ছোট হয়। এতে যেমন গীবতের গুনাহ হয়; ঠিক তেমনি চোগলখোরির গুনাহও হয়।গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরি তাকে বিস্তৃত করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়,যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ।
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদের হুশিয়ার করবো না ; চোগলখোরি কি? তা হচ্ছে কুৎসা রটানো; যা মানুষের মধ্যে বৈরিতার সৃষ্টি করে। এছাড়াও তিনি আরো বলেছেন, নিশ্চয়ই কোনো ব্যক্তি সত্য কথা বললে তা সত্যবাদী লিপিবদ্ধ হয়; আবার কেউ মিথ্যা বললে মিথ্যাবাদী লিপিবদ্ধ হয়। (সহীহ মুসলিম)
এছাড়াও হাদিসে রয়েছে, **ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরের নিকট পৌঁছানোকে চোগলখোরি বলে।**(রিয়াদুস সালেহীন)

কুরআন ও হাদিসে চোগলখোরির ব্যাপারে কঠিন পরিণতির কথা বলা হয়েছে। এ চোগলখোরির গুনাহ গীবত থেকেও মারাত্মক হওয়ার কারণ হলো– প্রথমত এখানে গীবত হয়।দ্বিতীয়ত এর পেছনে অপরকে কষ্ট দেওয়ার বদ নিয়ত কাজ করে। কুরআন-হাদিসে চোগলখোরির সমালোচনার সাথে কঠিন হুশিয়ারীও দেওয়া হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা চোগলখোরদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,
" আর তুমি আনুগত্য করো না এমন ব্যক্তির ; যে অধিক কসমকারী,লাঞ্ছিত। পেছনে নিন্দাকারী ও চোগলখোরি করে বেড়ায়।"(সূরা কলাম: ১০-১১)

চোগলখোরির কবরের আযাব সম্পর্কিত হাদিস টি কমবেশি আমরা সকলেই জানি।হাদিসটি হলো–

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনার কোন বাগানের বাইরে গেলেন। তখন তিনি এমন দু'জন লোকের শব্দ শুনলেন, যাদের কবরে আযাব দেয়া হচ্ছিল। তিনি বললেনঃ তাদের দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে। তবে বড় গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। আর তা হলো কবীরা গুনাহ। এদের একজন প্রস্রাবের সময় সতর্ক থাকত না। আর অন্য ব্যক্তি চোগলখোলী করে বেড়াতো। তারপর তিনি একটা কাঁচা ডাল আনিয়ে তা ভেঙ্গে দু' টুকরো করে, এক কবরে এক টুকরো আর অন্য কবরে এক টুকরো গেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ দু'টি যতক্ষণ পর্যন্ত না শুকাবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের আযাব হালকা করে দেয়া হবে।(সহীহ বুখারী)

হযরত মুসা (আ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল জাতি একবার অনাবৃষ্টির শিকার হলে তিনি তাদেরকে নিয়ে বৃষ্টির জন্য দুয়া করলেন। কিন্তু বৃষ্টি হল না। আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন: তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দোয়া এজন্য কবুল হচ্ছে না যে, তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি চোগলখোরি করে বেড়াচ্ছে। হযরত মূসা (আ) বলেন, হে আল্লাহ। তাকে শনাক্ত করে দিন। তাহলে আমরা তাকে আমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করব। আল্লাহ বলেন, হে মূসা। আমিই চোগলখোরি করতে নিষেধ করি, এখন আমিই আবার চোগলখোরি করব। এরপর হযরত মূসা (আ) তাঁর সকল সঙ্গীকে নিয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।(ইয়াহয়াউ উলুদ্দিদ দীন)।

এ সম্পর্কে হাসান বসরী(রহ.) একটি বাস্তব কথা বলেছেন, **"যে তোমার কাছে চোগলী কথা বলবে সে তোমার বিরুদ্ধেও চোগলী করবে"**।(ইয়াহয়াউ উলুদ্দিদ দীন)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে এসব গুনাহের শাস্তি ও ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তা থেকে আমাদের হেফাজতে রাখুন।

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম

কোনো কোনো তাবেঈগন বলেছেন, আমরা সাহাবিদের লক্ষ্য করেছি যে,তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামাজ-রোজার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত মনে করতেন।(ইয়াহয়াউ উলুদিদ দীন)

কেননা,নামাজ- রোজা আল্লাহর হক সম্পর্কিত ইবাদাত।আর গীবত বান্দার হক সম্পর্কিত ইবাদাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এতটাই দয়াময় ও মেহেরবান যে, আমরা আল্লাহর কাছে খাস দিলে তওবা করলে তিনি মাফ করে দিতে পারেন।কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যে, তাতে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার পাপ ক্ষমা করবেন না। কেননা,এটি গীবকৃত ব্যক্তির হকের সাথে জড়িত।অর্থাৎ বান্দার হক।গীবতকারী ব্যক্তি গীবতকৃত ব্যক্তির মান সম্মানে আঘাত হানে।

মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, **অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান - ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করা সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক**। (বায়হাকী)

গীবতের মতো পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট।

এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

প্রতিটি পাপাচারই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিষেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিষেধক

মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন: 'এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন' (ইবনে মাজাহ)।

অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ.

"আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি? তিনি বলেন:
"একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিস (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের জিনিস (যৌনাঙ্গ)" (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)।

লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন: দুটি অঙ্গের কারণে-'মুখ ও যৌনাঙ্গ' (ইবনে মাজাহ)

তাই আমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবো না এবং গীবত করবো না।

গীবত চর্চার কারণসমূহ

আমাদের সমাজে বিভিন্ন কারণে গীবত চর্চা হয়। এরমধ্যে কিছু রয়েছে যা সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং কিছু কারণ উচ্চ পর্যায়ের দ্বীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

নিম্নে গীবত চর্চার কারণ সমূহ আলোচনা করা হলো।

১.ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একে অপরের দোষ চর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোনো কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটায়।সুতরাং বলা যায়, ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দা চর্চার অন্যতম কারণ।

২.মানুষ কখনও অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন,নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারও দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তাহলে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

৩. পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশংকা হল যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

৪. কোন দোষ থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চা লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বলল, অমুকও এরূপই করেছে বা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

৫. অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারও একথা বলা

যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এটাই যে,সে সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

৬. প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালবাসা লাভ করেছে তা যেমন তার হাত ছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া পরিত্যাগ করে।

৭. হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারও গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে।অযথা সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

৮. অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান করার কারণেও গীবত চর্চা হাত পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে এর মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এ তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।যেমন :

১. কোন দ্বীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে একথা বলা যে, লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

২. কোন দ্বীনদার ব্যক্তির ভুলত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে,

তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

৩. আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেল বা শোনা গেল। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুণ রাগ বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে রাগ বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না।
এখানে উত্তম পন্থা হল, অন্যের কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতেই উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

গীবত থেকে পরিত্রাণের উপায়

দ্বীনের সহীহ ইলম এবং সে অনুযায়ী আমলই আমাদেরকে খারাপ স্বভাব থেকে দূরে রাখতে পারে। যখনই কোনো পাপ করার ইচ্ছে জাগবে তখনই তার শাস্তি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে কি বলা হয়েছে তা মনে করতে হবে। যখনই কারো দোষ চর্চা করার ইচ্ছে জাগবে তখন নিজের মধ্যকার দোষের কথা স্মরণ করতে হবে। আমাকে চিন্তা করতে হবে যে দোষ আমার মধ্যে আছে সে দোষের জন্য আমি অন্যের বদনাম কিভাবে করতে পারি।
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
“সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষত্রুটি অপরের দোষত্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে” ।(বাযযায)

দোষ- গুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় বোকা পৃথিবীতে কেউ নেই।

গীবত পরিত্যাগের আরেকটি উপায় হতে পারে যে, যখন গীবত করার ইচ্ছা জাগবে তখন চিন্তা করবে;কেউ যদি আমার গীবত করে তাহলে আমি দুঃখ পাব, মানুষের সামনে লজ্জিত হব, অপমানিত হব, আমার সম্পর্কে মানুষের সুধারণা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার মান-ইজ্জত কলুষিত হবে। তদ্রূপ আমি যদি কারও গীবত করি তাহলে তার অবস্থাও তো এমন হবে। অতএব আমার বিরুদ্ধে যা করা হলে আমি শোচনীয় হব, সে ধরনের কাজ অন্যের বিরুদ্ধে আমার করা উচিত হবে না।

ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়েই মানুষ সাধারণত গীবতে লিপ্ত হয়। ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। খুব কম লোকই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ জাহান্নামে যাবে।
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"জাহান্নামের একটি বিশেষ দরজা রয়েছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করে সে এ দরজা দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

গীবত পরিত্যাগ করার জন্য কিছু উপায় আমরা অনুসরণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ। তা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

তাকওয়া: সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র তাকওয়াই মানুষকে সর্ব প্রকার নাফরমানী ও গোনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ঐ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেমন,হাদিসে রয়েছে–জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো বোনের সাথে যেনার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর নীচে থেকে যখন ঐ মহিলা বলল, ভাই! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্বের বন্ধন ছিন্ন করো না। তখন তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই ঐ জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন; শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তার সামনে ছিল না।'(সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"(সূরা আল - ইমরান :১০২)

এছাড়াও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে আর গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাগেই নেকির কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।"(তিরমিজি)

ভাষা নিয়ন্ত্রণ: মুখে যা আসবে তা-ই বললে চলবে না বরং প্রত্যেকটি কথা হিসাব করে যথাস্থানে ব্যবহার করতে হবে। একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মানুষের প্রতিটি কথাই রেকর্ড হয়ে থাকছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই লিপিবদ্ধ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।(সূরা কফ: ১৮)
সাবধান থাকতে হবে যেন কথার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,
উকবাহ্ ইবনু আমের বলেন, আমি রাসূল-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নাজাত পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার জিহ্বা তথা ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, নিজ বাড়িকে যথেষ্ট মনে করবে (বাড়িতে বেশী বেশী অবস্থান করবে) এবং তোমার গোনাহের কারণে বেশী বেশী ক্রন্দন করবে।"(তিরমিজি)

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"মানুষের জিহ্বার কর্মফলই মানুষকে তার মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে।"(তিরমিজি)

নিজে যেমন ভাল ব্যবহার পেতে চাই, অপরের সাথে অনুরূপ ভাল ব্যবহার করা:
বহু মানুষ এমন রয়েছে যারা শুধু একাই মানুষের নিকট থেকে উত্তম আচরণ ও সম্মান পেতে চায়। কিন্তু অন্যকে ভাল আচরণ ও সম্মান দেয়ার কথা মোটেই চিন্তা করে না। এটা বড় অন্যায়, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান দিতে হবে, অপরের সাহায্য পাওয়ার আশা করলে অন্যকেও অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। তবেই তো নিজের নফসের উপর ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।
রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্যও পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না।"(সহীহ বুখারী)

মরণের স্মরণ :মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

আর সর্বোপরি গীবত পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যেনো আমাদেরকে এ জঘন্য পাপ কাজ থেকে হেফাজত করেন।

গীবত থেকে বাঁচার কার্যকরী কিছু কৌশল জেনে নিন..

১. হুটহাট করে কিছু বলে ফেলবেন না। কথা বলার আগে ভেবে চিন্তে কথা বলুন। এমনকি যতটুকু সম্ভব কম কথা বলাই ভালো, চুপ থাকাও একটা ইবাদত।

২. আপনার বন্ধু অথবা কাছের আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তাদের নামে ভালো কথাও বলবেন না। কারণ ভালো কথা বলতে গিয়ে শয়তান আপনাকে দিয়ে কখন যে গীবত করিয়ে নিবে আপনি টেরই পাবেন না।

৩. অতি প্রয়োজন ছাড়া লোকসমাগম জায়গা এড়িয়ে চলুন। কেননা যেখানে মানুষ বেশি থাকে সেখানে গীবত ও বেশি হয়।

৪. আপনার কাছে কেউ গীবত করলে তাকে থামিয়ে দিবেন। সম্ভব হলে বুঝিয়ে বলবেন। কারণ গীবত করা ও গীবত শোনা দুই টাই হারাম। নিজেও যখন কথা বলতে বলতে গীবত করে ফেলবেন এবং হঠাৎ খেয়াল হবে আরে আমি তো গীবত করে ফেলতেছি সাথে সাথে থেমে যাবেন এবং তওবা করবেন।

৫. অমুক কেমন জানি পোশাক পরে, অমুক মোটা, অমুক কালো, দেখতে একদম ভালো না ইত্যাদি এই ধরনের কথা বলাও এক ধরনের গীবত। তাই এই ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. অমুক এই এই কাজ গুলো ভালো করেনি অমুকের এই এই স্বভাব ভালো না। অমুকের নামে এই এই বদনাম আছে ওমুক আমার এই এই ক্ষতি করছে। এগুলো বলা মানে মানুষের দোষ নিয়ে কথা বলা যে টা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

৭. এর পরেও যদি গীবত হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আস্তাগফিরুল্লহ্ অথবা দুই রাকাত নফল নামাজ পরে ফেলতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে গীবতের মতো একটি মারাত্মক গুনাহ থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুক "আমিন"।

গীবত মানে অপর ব্যক্তির নোংরা / ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ নিজের জিহ্বা দিয়ে চেটে পরিষ্কার করা। ছি:
এরপরও যদি কেউ গীবত করে আসলে তার চেয়ে কুরুচিশীল ব্যক্তি আর পৃথিবীতে হয় না।
(উস্তাজা সাবিকুন নাহার হতে সংগৃহীত)

গীবতের কাফফারা

মানুষের কর্তব্য হলো যথাসম্ভব নিজের বাকশক্তিকে সংযত রাখা।কিন্তু তবুও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে মানুষ গুনাহ করে ফেলে। তাই গুনাহ হয়ে গেলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা, অনুশোচনা, মুখে ইস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।
আর সংঘটিত গোনাহ যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হকের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হকের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ চেযে নেওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তবেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন,

গীবতকারীর জন্য শুধু তওবাই যথেষ্ট। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়ার দরকার নেই।

(এহইয়াউল উলূম-কাফ্ফারাতুল গীবত অধ্যায়)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন-

কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে, তাকে না জানিয়ে বরং আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। (দুররে মানসুর)।

এছাড়াও কারো নামে গীবত হয়ে গেলে সাথে সাথেই ওই ব্যক্তির প্রশংসা করতে হবে।তার ভালো দিকগুলো আলোচনা করতে হবে।
বিশেষ করে যখন আমরা সকলে মিলে কোনো মজলিসে বসি তখনই ভালো আলোচনা করতে করতে কখন যে মনের অজান্তে গীবত করে ফেলি তাতে আমাদের হুঁশ থাকে না। তাই বৈঠক শেষে আমাদেরকে দুয়া পড়তে হবে।

মজলিসে কাফফারার দুয়া:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

হে আল্লাহ! আমরা আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং প্রশংসা ব্যক্ত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি এবং আপনার দিকেই ধাবিত হচ্ছি।

(সুনানে তিরমিজি)

গীবত নিশ্চিহ্ন করার উপায় বিনয়

গীবতের অন্যতম চিকিৎসা হলো বিনয়।কিন্তু এ বিনয় এক দিনেই সৃষ্টি হয় না। কাজেই যতদিন পর্যন্ত বিনয়ের গুণ অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত গীবত থেকে বাঁচার তাৎক্ষণিক সমাধান হলো চিন্তা - ভাবনা করে কথা বলা।

বিনয়ের অর্থ এ নয় যে, মানুষ তার মুখ দিয়ে বলবে-আমি অধম। আমি অপদার্থ। বরং বিনয় হলো, বাস্তবিকভাবে নিজের দোষ-ত্রুটির ওপর এ পরিমাণ দৃষ্টি থাকবে যে, নিজের দোষের তুলনায় অন্যদের দোষের ওপর কোনো দৃষ্টিই থাকবে না। যেদিন এই বিনয় সৃষ্টি হয়ে যাবে সেদিন আল্লাহ চাহেন তো এই গীবত আমাদের ধারে-কাছেও

ঘেঁষবে না। কাজেই যখন কেউ নিজেকে অন্যদের তুলনায় তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং নিজের দোষ-ত্রুটির কথা মাথায় রাখবে তখন সে কখনই অন্যের দোষের দিকে তাকাবে না। কাজেই যদি গীবত সমূলে উৎখাত করতে হয় তাহলে অবশ্যই নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে । নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে লক্ষ রেখে এখন বিনয় কীভাবে অর্জন করবো আমরা? বিনয় অর্জন করার পদ্ধতি হলো, সব সময় নিজের দোষ-ত্রুটিগুলো মনের মাঝে হাজির রাখা। যখনই নিজের বড়ত্ব মাথায় ঘুরপাক খায়, মনে মনে নিজের ইলমের ওপর গর্ব আসে। কখনো নিজের তাকওয়ার ওপর গর্ব আসে। কখনো নিজের মাল-দৌলতের ওপর গর্ব আসে। কখনো নিজের সুস্থতার ওপর গর্ব আসে। কখনো নিজের চেহারা ও রূপ-লাবণ্যের ওপর গর্ব আসে। এই গর্বই তো মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তখনই নিজের মধ্যে বিনয় সৃষ্টি করতে হবে।

কাজেই গীবতের মূল চিকিৎসা হলো এটাই, নিজের মধ্যে **বিনয়** সৃষ্টি করা।যখন বিনয় সৃষ্টি হবে তখন ইনশাআল্লাহ আমাদের দ্বারা আর গীবত হবে না।

গীবত থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়

গীবত থেকে বাঁচার জন্যে হজরত থানভি রহ. এক বিস্ময়কর আমল বয়ান করেছেন। যদিও এটা কষ্টদায়ক তবে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দিলে অল্প সময়ে তা ফলদায়ক। তিনি লিখেছেন, গীবতের একটি বিস্ময়কর কার্যকর চিকিৎসা হলো, যার গীবত করেছ, তার কাছে হাজির হয়ে নিজের এই কৃতকর্মের কথা জানিয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ, কিছু দিন এর ওপর নিয়মিত আমল করা হলে এই রোগ পুরোপুরি সেরে যাবে।
যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট গিয়ে বলে দাও, ভাই, তোমার ব্যাপারে এমন গীবত করেছি। যখন এটা বলতে যাবে তখন দিলের মাঝে অবশ্যই হতাশা এসে যাবে। হায়, আমি তার গীবত করলাম। এই হতাশা দিলের মধ্যে অপারেশনের মতো কাজ করবে। দ্বিতীয় কথা হলো, যখন এভাবে গিয়ে তার নিকট বলবে, এর দ্বারা ওই ব্যক্তির দিলও নরম হয়ে যাবে। ভাবতে থাকবে, হায়, এ ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে আমার নিকট এসেছে। কাজেই আমি তাকে মাফ করে দিই।

অতএব, গীবতের ফলে যে দুশমনি বা ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতো, তা আর হবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

গ্রন্থপঞ্জি

- গীবত ও পরনিন্দা (মূল: মুফতি তাকি উসমানি,অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক)
- গীবত বা পরনিন্দা (মূল: সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনৌভী(র.), ইমাম গাযযালী (র.),অনুবাদ: মাওলানা আবদুল কাইয়ূম)
- গীবত (মূল: ইমাম গাযযালী,সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনৌভি,সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র), ভাষান্তর: মাওলানা মুহাম্মাদ মূসা
- আত্মার ব্যাধি গীবত (ওবায়দুল ইসলাম সাগর,ফাতিহ প্রকাশনী)
- গীবত বা পিছনে নিন্দা (মূল:আবদুল হাই লাখনৌভি(র),অনুবাদক :শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ আজিজুল হক)
- গীবতের ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায় (মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক)
- গীবত ও তওবা (শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী)